শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট

শ্রেণি - চতুর্থ

গদ্য- আমার মার বাপের বাড়ি

লেখিকা- রানী চন্দ

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি- বর্ণনামূলক

SRAI

১) শব্দার্থ:

ক) ছই- নৌকার ছাউনি।

খ) বড় মাঝি- প্রধান মাঝি।

গ) গুণ টানা - দড়ি দিয়ে নৌকা কে বেঁধে সামনের দিকে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলা।

ঘ) লগি- শক্ত কাঠের মোটা লাঠি, যা দিয়ে সামনের দিকে নৌকো কে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঙ) পোলাপান- ছেলেপুলে।

২) ধলেশ্বরী পাড়ি দেওয়া এক বিষম আতঙ্কের ব্যাপার কেন?

উ:- ধলেশ্বরী একটি খরস্রোতা নদী। বিশাল তার ঢেউ। দীর্ঘ প্রসারিত এই নদীর কোনো কুলই দেখতে পাওয়া যায় না। নদীর গতিবিধি বুঝতে অনেক সময় মাঝিদের অসুবিধা হয় ফলে তারা নৌকোর দিক নির্ণয় করতে পারে না। এই নদীর প্রবল ঢেউ এর ধাক্কায় মাঝিরা এবং যাত্রীরা সর্বদাই এক অজানা বিপদের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে থাকে। এই কারণেই ধলেশ্বরী পাড়ি দেওয়া এক অত্যন্ত আতঙ্কের ব্যাপার।

৩) "মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে।"

ক) কার লেখা কোন গল্পের অংশ?

উ:- আলোচ্য অংশটি রানী চন্দের লেখা 'আমার মার বাপের বাড়ি' গদ্যের অংশ।

খ) কোন বার্তা মুখে মুখে চলতে থাকে? কীভাবে?

উ:- এইগল্পে লেখিকা রানী চন্দের মা পূর্ণশশী দেবী ছেলে মেয়েদের নিয়ে পুজোর ছুটিতে বাপের বাড়ি আসছেন এই বার্তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসীরা একে অপরের সাথে আত্মীয়র মত মিলেমিশে বসবাস করে। কোনো একজনের বাড়িতে অতিথি এলে সবাই এর মধ্যে সেই আনন্দ দেখতে পাওয়া যায়। তাই লেখিকারা যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাদের আগমন বার্তা মুখে মুখে চলতে থাকে।

৪) "গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে" -- এ কথার অর্থ কি?

উ:- লেখিকা রানী চন্দের লেখা আমার মার বাপের বাড়ি গল্পে লেখিকাদের নৌকো গ্রামের খাল পথে প্রবেশ করা মাত্রই চেনা অচেনা বহু মানুষের সাথে একের পর এক দেখা হতে থাকে। সেই সমস্ত মানুষদের মুখে মুখেই তাদের আগমন বার্তা পৌঁছে যায় লেখিকার দিদিমার কানে।লেখিকার আত্মীয়স্বজন এবং চেনা-অচেনা প্রত্যেকে ঘাটে অপেক্ষা করেন লেখিকাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। এই জন্যই বলা হয়েছে গোটা গ্রাম যেন তাদের ঘিরে ভেঙে পড়েছে।

SRAI